প্রথম আলো

Date: 01.12.2019 Page: 03

গাজীপুরে কৃষিমন্ত্রী

পেঁয়াজ আমদানিতে এক দেশের ওপর নির্ভর করা ঠিক হয়নি

প্রতিনিধি, গাজীপুর

আব্দুর রাজ্জাক

বাজারে পেঁয়াজের সংকট প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, 'জরিপ করা দরকার ছিল, দেশে কত টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে, আমরা কতটা পেঁয়াজ আমদানি করব। পেঁয়াজ আমদানির জন্য একটা দেশের ওপর নির্ভর না করে বিভিন্ন দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানির জন্য যোগাযোগ করা দরকার ছিল। সেটি হয়নি।'

গাজীপুরে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে একটি কর্মশালায় যোগ দিতে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মো. শাহজাহান কবিরসহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, 'গত বছর পেঁয়াজ চাষের সময় বৃষ্টিপাত হয়। এতে পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে যায়। কৃষকেরা পেঁয়াজ ঘরে মজুত রাখতে পারেনি। তাই দেশে পেঁয়াজের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ভারত যে এভাবে পেঁয়াজ রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে, এটা আমরা বুঝতে পারিনি। এখানে হয়তো আমাদের ভুল হতে পারে।'

আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'দেশে যেকোনো পণ্যের বাজার নির্ভর করে চাহিদা ও সরবরাহের ওপর। এখানে অসামঞ্জস্য হলে আপনি র‍্যাব বলেন, পুলিশ বলেন, সেনাবাহিনী বলেন কিছু দিয়েই বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের আরও সজাগ ও সচেতন হতে হবে।'

চালের বাজারে কোনো অস্থিরতা নেই উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'বড়লোকেরা যে চাল পছন্দ করে, সেই চিকন চালের দাম কিছুটা বাড়লেও মোটা চালের দাম তেমন বাড়েনি। কিন্তু গণমাধ্যমে খবর আসছে, চালের বাজারে অস্থিরতা বিরাজ করছে। কী অস্থিরতা, কোথায় অস্থিরতা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। চালের বাজারে কোনো অস্থিরতা নেই।' তিনি আরও বলেন, কৃষকেরা যাতে ন্যায্যমূল্য পান, সে জন্য এ মৌসুমে ছয় লাখ টন ধান কৃষকদের কাছ থেকে কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কৃষকের কাছে কম মূল্যে কৃষি সরঞ্জাম ও সার সরবরাহের আশ্বাসও দেন মন্ত্রী।